উপস্থিত

বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী আপীল ৫৫৬২/২০০৬

মোসাঃ সাজেদা খাতুন------আপীলকারী
বনাম
রাষ্ট্র ---অপরপক্ষ।
মোঃ খুরশিদ আলম খান সঙ্গে
জনাবা শিরিণ আফরোজ, এ্যাডভোকেটদ্বয়
---আপীলকারীপক্ষে।
জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন সরদার, ডি,এ,জি সঙ্গে
জনাব গাজী মোঃ মামুনুর রশিদ, এ,এ,জি সঙ্গে
--- সরকারপক্ষে
শুনানীর জন্যঃ জানুয়ারী ১৭, ২০১২ খ্রিঃ
রায় প্রদানঃ জানুয়ারী ২২, ২০১২ খ্রিঃ

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ২৮ ধারায় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।

অভিযুক্ত আপীলকারী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল, পাবনা, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা নং ৩৩৩ /২০০৫ এর ২৩-১১-২০০৬ ইং তারিখের আদেশে অভিযুক্ত প্রতিবাদীকে ফৌজদারী কার্যবিধি ২৬৫সি ধারায় অব্যহতির আদেশ প্রদান করিলে উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া অত্র আপীল দায়ের করেন। আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে আপীলকারীর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, বাদীনীর ইতিপূর্বে স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে ঘর সংসার করেন এবং তাহাদের এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। বাদীনী সাংসারিক জীবনে

থাকিবে মর্মে বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়ে বাদিনীকে রতনের সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে বাধ্য হয়। বাদীনীর উপস্থিতিতে আসামী প্রলোভন দেখিতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটনাইলেল পিতার বাড়ীতে অবস্থান করেন। গত বাংলা ১ ফাল্গুন ১৪১১ রোজ শনিবার রাত আনুমানিক ৮ ঘটিকার সময় বিভিন্ন ভাবে প্রলোভন দিয়া --------। এমতাবস্থায় বাদীনিকে যাইবার অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হন এবং বিগত ৯-১-২০০৫ ইং তারিখে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বাদীনীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করতে অস্বীকার করেন। আসামীকে বাদীনীর সম্পত্তি সহ ধর্ষণ করিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ৭(১) ধারা মোতাবেক অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বাদীনি চাটমোহর থানায় এজাহার করিতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ মামলা গ্রহন না করায় সরাসরি অত্র দরখাস্ত দায়ের করেন। যাহা নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার ৩৩৩/২০০৫ হিসাবে নিবন্ধন হয়। ইতিবৎসরে অভিযুক্ত প্রতিবাদী কিন্তু ট্রাইবুনাল আত্মসমর্পণ পূর্বক জামিনে মুক্ত হন।

অতঃপর, প্রতিবাদী ফৌজদারী কার্যবিধি ২৬৫সি ধারায় মামলার দায় হইতে অব্যাহতির দরখাস্ত দাখিল করিলে ট্রাইবুনাল বিজ্ঞ বিচারক অভিযুক্ত প্রতিবাদীকে ২৩-১১-২০০৬ ইং তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধি ২৬৫সি ধারায় দরখাস্ত শুনানীর সাপেক্ষে বিবেচনায় আনতে অভিযুক্ত প্রতিবাদীকে উক্ত মামলার দায় হইতে অব্যাহতি দেন। উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া ভিকটিম অত্র আপীল দায়ের করেন।

আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারীপক্ষে জনাব মোঃ খুরশিদ আলম খান সঙ্গে জনাবা শিরিণ আফরোজ আপীলের স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, নালিশী দরখাস্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত আইনের ৯(১) ধারার অপরাধ

সুস্পষ্টভাবে সংঘঠিত হইয়াছে মর্মে জোরালোভাবে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ বিচারক নালিশী দরখাস্তের বিষয় এবং সংবাদদতার বক্তব্য বিবেচনা না করিয়া আসামীপক্ষে দাখিলীয় কাগজপত্র বিবেচনায় নিয়া অভিযুক্ত প্রতিবাদীপক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২৬৫সি ধারায় মামলার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়েছেন যাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। ২৬৫সি ধারায় অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষেজে আসামী পক্ষের দাখিলীয় কাগজপত্র বিবেচনায় নেওয়ার কোন সুযোগ নাই। সেক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ বিচারক আসামীপক্ষে কাগজপত্র বিবেচনায় আনতে তথা মূল্যায়নকরা ২৬৫সি ধারায় আপীলকারীকে অব্যাহতি দিয়া ভুল সিদ্ধান্তে পতিত হইয়াছে বিধায় তর্কিত আদেশে ন্যায় বিচারের স্বাথে রদ ও রহিত হইবে এবং আপীলটি মঞ্জুরের নিবেদন করেন।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সরদার, ডেপুটি এ্যাটর্ণী জেনারেল নিবেদন করেন যে, মামলার ঘটনার বিষয়ে কোন বক্তব্য নাই। তবে ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ বিচারক আইনের সুমিমাংসিত সিদ্ধান্তকে উপরোক্ত ফৌজদারী কার্যবিধি ২৬৫ সি ধারার দরখাস্তের আদেশে আসামীপক্ষের দাখিলীয় কাগজপত্র বিবেচনায় নিয়া ভুল করিয়াছেন।

আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। নালিশী দরখাস্ত, আপীলকারীর আপীলের দরখাস্তসহ নথিতে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আপীলকারী ভিকটিম একজন প্রাপ্ত বয়স্কা। অভিযুক্ত প্রতিবাদী তাহাকে তাহার স্বামীর অস্বচ্ছলতার কারণে সুখে শান্তিতে রাখিবার প্রলোভনে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটনা এবং তাহার সম্মতিতে তাহাকে ধর্ষণ করিয়াছেন যাহার ফলে তিনি ৫/৬

মাসের গর্ভবতী। এ বিষয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে শালিশ দরবার হইলেও কোন বনিবনা হওয়ায় আপীলকারী অত্র মামলা দায়ের করেছেন। নথিদৃষ্টে দেখা যায় আপীলকারী তাহার প্রাক্তন স্বামীকে তালাক দিয়েছেন ২০/১০/২০০০ তারিখেএবং অত্র মামলার ঘটনা ২০০৫ সালের তারিখ সেক্ষেত্রে প্রতিবাদীদের প্রলোভন সে আপীলকারীদেরকে, আপীলকারী কর্তৃক তাহার স্বামীকে তালাক দেওয়া বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন। আপীলকারীগণ উভয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কা আপীলকারীর স্বামী তালাক প্রদান করেন ২০০০ সনে এবং অত্র মামলার তারিখ ২০০০ এ সেক্ষেত্রে আপীলকারীপক্ষে তাহার স্বামীর অস্বচ্ছলতার সুযোগে তাহাকে তালাক দেওয়ায় প্রলুব্ধকরণ এবং ঘটনার তারিখ দুইয়ের মধ্যে প্রায় ৫/৬ বৎসরের পার্থক্য। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে, প্রতিবাদী আপীলকারীকে তাহার স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে যে ঘটনা ঘটিয়েছে তাহা উভয়ের সম্মতিতে এবং সব বিবেচনায় ফলপ্রসু বলিয়া প্রতিয়মান। যদি প্রাপ্ত বয়স্ক নারী এবং পুরুষের উভয়ের সম্মতিতে যৌন মিলনের ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারায় কোন অপরাধ সংঘঠন হয়েছেন বলিয়া ধারণা করার কোন অবকাশ নাই। এক্ষেত্রে কামরুল হোসেনকে মোঃ কামাল প্রমানিক বনাম রাষ্ট্র 61 DLR 505 Sohel Rana Vs. State 57 DLR 591 নজীরগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> “The informant matured girl mixed with the appeal concocted under prevail and this appellant now fate of the victim aggrieved took that member of free

consent and noxig which does not fall within the purview of any legal action."

মামলার নালিশী দরখাস্তে সহজ সফলভাবে দেখাযায় বা পড়িলে ইহা অনুমেয় যে, আপীলকারী সপ্রনোদিতভাবে প্রতিবাদীর সঙ্গে যৌন সংগ্রামে মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাহাতে তাহার পূর্ণ সম্মতি ছিল না যাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিযাছে কিন্তু শুধুমাত্র নালিশী দরখাস্ত বিবেচনা করিলেই প্রতিবাদীদের অব্যাহতি পাওয়া যথেষ্ট উপাদান ও উপকরণ বিদ্যমান ছিল। অথচ ট্রাইবুনাল বিজ্ঞ তাহাতে তর্কিত আদেশে আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র তথা শালিশনামা, মূল্যায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন যাহা সেই অনুযায়ী বিবেচনা করার এখতিয়ার বিজ্ঞ বিচারকের ছিল না।

সার্বিক বিবেচনায় আপীলকারীর আপীলের দরখাস্তকারী নালিশী দরখাস্ত উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য আমরা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা ও গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, উপরোওক্ত সামান্য ত্রুটি ছাড়া তর্কিত আদেশের হস্তক্ষেপ করার যত অন্য কোন ভূল ভ্রান্তি বা অসংগতি সময় খুঁজিয়া পাই নাই।

অতএব, ফলাফল এমতাবস্থায় আপীলটির খারিজ করা হইল।

রায়ের কপি সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করা হউক।

বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিমঃ

আমি একমত।